



50693 - নরিদষ্টি কনে রাতকলে লাইলাতুল কদর হসিবে সুনশিচতি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

প্রশ্ন

অন্য কনে রাত্রতি তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় না করে শুধু লাইলাতুল কদররে রাত্রতি তাহাজ্জুদ নামায় আদায় করার বধিান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতহেবাদত করার মহান ফজলিতরে কথা বর্ণতি হয়ছে। আমাদরে মহান প্রতপিলক উল্লেখে করছেন যে, এই রজনী হাজার মাসরে চয়ে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখে করছেনযে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতদিনরে আশায় লাইলাতুল কদররে নামায় পড়বে তার অতীতরে সমস্ত গুনাহমাফ করে দয়ো হবে।

আল্লাহতাআলা বলছেন:

১. নশিচয়ই আমি এটি নাযলি করছেলাইলাতুল কদররে। ২. তোমাককেসিে জানাবে লাইলাতুল কদর কি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপকেষা উত্তম। ৪. সরোতে ফরেশেতারোও রূহ (জবিরাইল) তাঁদরে রবরে অনুমতক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়বেবতরণ করনে। ৫. শান্তমিয় সেই রাত, ফজররে সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল কদর, ৯৭: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথকে বর্ণনা করছেন যে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং প্রতদিনরে আশায় লাইলাতুল কদরনোমায় পড়বে তার অতীতরে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দয়ো হবে।”[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও মুসলমি (৭৬০)]হাদসিে“ঈমান সহকারে”কথাটির অর্থ হচ্ছ- এই রাতরে মর্যাদা ও বশিষে আমল শরয়িতসম্মত হওয়ার উপর বশি্বাস স্থাপন করা। আর “প্রতদিনরে আশায়” কথাটির অর্থ হচ্ছ- নিয়িতকলে আল্লাহ তাআলার জন্য একনশিচি করা।

দুই :



কোনরাতটলাইলাতুলকদরতানয়ি‘আলমেদরেমাঝবেভিনি অভমিতরয়ছে।‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থউল্লেখে করাহয়ছে যেএ সংক্রান্ত অভমিত৪০ টরিউপরে পট্টেছে। এক্ষেত্রেসেবচয়েসেঠকিমতহললাইলাতুল কদররমজান মাসরেশেষদশকরেকোনএক বজেডেড়রাত।

আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি হয়ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলছেন: “রমজানরে শেষে দশকরে বজেডে রাতগুলোতোলাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।”[সহীহ বুখারী (২০১৭) ও সহীহমুসলমি (১১৬৯), তবে শব্দচয়ন ইমাম বুখারী]

ইমাম বুখারী এই হাদসিটির শরিনোম লখিছেন“রমজানরে শেষে দশকরে বজেডে রাত লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান”। এই রাতটি গোপন রাখার পছনে রহস্য হল মুসলমানদেরকে রমজানরে শেষে দশকরে সবগুলো রাত ‘ইবাদত-বন্দগৌ, দোয়াও যকিরিরে উপর সক্রয়ি রাখা। একই রহস্যরে কারণে জুমার দিনরেযে সময়টিতে দোয়াকবুল হয় তা সুনর্দিষ্ট করে দোয়া হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ঐ ৯৯ টি নাম সুনর্দিষ্ট করে দোয়া হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলছেন:“যে ব্যক্তনিমগুলো গণনা করবে [অর্থাত্ঃমুখস্ত করবে, এর অর্থ বুঝবে এবং সতে অনুযায়ী আমল করবে] সতে জান্নাতে প্রবশে করবে।”[সহীহ বুখারী (২৭৩৬) ও সহীহ মুসলমি (২৬৭৭)] হাফজে ইবনে হাজার রাহমিহুল্লাহ বলেন:

“তঁর বক্তব্যঅর্থাত্ঃইমামবুখারীর বক্তব্য“পরচ্ছদে: রমজানরেশেষদশকরেবজেডেড়রাতলোইলাতুলকদরঅনুসন্ধান”এইশরিনোম থেকে লাইলাতুলকদররমজান মাসে হওয়া,রমজানরে শেষে দশক হওয়া এবং শেষদশকরেবজেডেড়কোন রাত হওয়ার ব্যাপারে প্রবলইঙ্গতিপাওয়ায়। কনিতু সুনর্দিষ্টভাবে সটেকোনরাত- এমনকোন ইঙ্গতি পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদসিরে বর্ণনাগুলো একত্রতি করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে উঠে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০)]

তনি আরও বলছেন :

‘আলমেগণ বলেন, এই রাতটির নর্দিষ্ট তারখি গোপন রাখার পছনে হকিমত হল মানুষ যনে এ রাতরে মর্যাদা লাভরে জন্য চেষ্টা সাধনা করে। নর্দিষ্ট তারখি জানা থাকলে মানুষ শুধু নর্দিষ্টভাবে সেই রাত হে ইবাদত-বন্দগৌকরত। একই ধরনের ব্যাখ্যা জুমার দিনরে (দোয়াকবুলরে) সুনর্দিষ্ট সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইতপূর্বউল্লেখ করা হয়ছে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৬৬)]

তনি: পূর্বকোক্তআলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কারো পক্ষে নর্দিষ্ট কোনরাতরে ব্যাপারে এ নশিচয়তা দোয়া সম্ভব নয় যে, এটাই‘লাইলাতুল কদর’। বশিষেতঃ যখন আমরা জানি যে,নেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামএটি কোন রাত তা সুনর্দিষ্টভাবে উম্মতকে জানাতে চয়েছিলনে। কনিতু পরে তনি জানয়িছেন যে, আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠয়িে নয়িছেন। উবাদা ইবনসোমতি রাদয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ‘লাইলাতুল কদর’ এর ব্যাপারে খবর দতিে বরে হলনে।এ সময় দু’জন মুসলমানঝগড়া করছিলনে। তখন নেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া



সাল্লাম বললেন :

“আমি আপনাদেরকে ‘লাইলাতুল কদর’ এর ব্যাপারে অবহতি করতে বরে হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হওয়ায় তা (সহীহ জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আশা করি উঠিয়ে নেয়াটা আপনাদের জন্য বেশি ভাল হয়েছে। আপনারা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চম (২৫ তম) তারিখে এর সন্ধান করুন।” [সহীহ বুখারী (৪৯)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“রমজান মাসে নরিদ্বিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দলীল প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষে দশকরে বজেড়ে রাতগুলোর কোন একটিকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এর মধ্যে ২৭তম রাত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন হাদিস থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি।”

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়মি (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলমিরে নরিদ্বিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কারণ এতে করে এমন বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, আসলে যে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এবং এতে করবে ব্যক্তি নিজেকে প্রভুত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। হতে পারে লাইলাতুল কদর ২১তম রাত অথবা ২৩তম রাত অথবা ২৯তম রাত। তাই কটে যদি শুধু ২৭তম রাত নামায আদায় করে এতে করতেনি অফুরন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং এই মূবারকময় রাতের ফজলিত হারাবেন। সুতরাং একজন মুসলমিরে উচিত গোটো রমজান জুড়ে আনুগত্য ও ইবাদতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো। আর শেষে দশকরে আরো বেশি তৎপর হওয়া। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন :“(রমজানের শেষে) দশ রাত্রি শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামের বঁধে নামতেন। তিনি নিজের রাত জগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে (ইবাদতের জন্য) জাগিয়ে দিতেন।” [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)] আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।